অ্যাক্টিভিজম ফাউন্ডেশনের দশম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠান ১৩ এপ্রিল ২০২৫-এর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন:

১৩ এপ্রিল, ২০২৫ অ্যাক্টিভিজম ফাউন্ডেশনের দশম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকীর উদযাপন উপলক্ষে কলকাতার ICMARD AUDITORIUM-এ আয়োজিত হয়েছিল এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় অ্যাক্টিভিজমের অ্যান্থেম পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। পরিবেশনায় ছিলেন অ্যাক্টিভিজম সোশ্যাল সায়েন্স ক্লাবের এক্সিকিউটিভ ঈশানী বালাসহ এক্সিকিউটিভ নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য, প্রণব ভট্টাচার্য, শুভব্রত সরকার, সুমন কুণ্ডু ও পৌলমী ঘোষ।

এবছরের প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী অনুষ্ঠান তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সেশনে সজ্জিত হয়েছিল, Inaugural Session, Research & Publication এবং Extension & Outreach. অ্যান্থেমের সমাপ্তির পর এক্সিকিউটিভ ঈশানী বালা অ্যাক্টিভিজম ফাউন্ডেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সোমা ভট্টাচার্যকে স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য মঞ্চে আহ্বান জানান। তিনি

তার বক্তব্যের শুরুতেই এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল সদস্য, দর্শক-শ্রোতা ও সকল শুভানুধ্যায়ী, যারা অ্যাক্টিভিজমের এই পথচলায় সঙ্গী হয়েছেন ও এই আন্দোলনকে গতিশীল রাখতে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন,তাদের সকলকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। এরপর তিনি দীর্ঘ নয় বছর পূর্ণ করে দশ বছরে পা রাখার মধ্য দিয়ে অ্যাক্টিভিজম কি কি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন। তার বক্তব্যের মধ্যে উঠে আসে অ্যাক্টিভিজমের সূচনা লগ্নে অ্যাক্টিভিজম সোশ্যাল সায়েন্স ক্লাবের জন্ম, এক থেকে একাধিক ইউনিটের জন্ম, তথা অ্যাক্টিভিজম স্কলারস ফোরামের শুভ সূচনা, রিসার্চের কাজ ইন্ডিভিজুয়াল কেস স্টাডি থেকে শুরু করে আজ এগ্রিগেট লেভেলে সম্প্রসারিত, আউট-রীচ প্রোগ্রামের উদ্যোগ গ্রহণ, ষান্মাসিক ই-ম্যাগাজিন 'এক্কাদোক্কা' এবং ই-জার্নাল 'Criticality' প্রকাশ, প্রতি মাসের অনলাইন লাইফ মেম্বার ডিসকাশন। এক কথায় দীর্ঘ কয়েক বছরে অ্যাক্টিভিজমের প্রতিটি মেম্বার ও সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমান্তরাল সহযোগিতায় অ্যাক্টিভিজমের মুকুটে যে একেকটি রঙিন পালক যুক্ত হয়েছে, তার সামগ্রিক ও বর্ণময় রূপটি তিনি তুলে ধরেন।

এরপর তিনি সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির Centre of Interdisciplinary Studies and Research-এর Professor Emeritus and Director এবং সমাজতত্ত্বের বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ বুলা ভদ্র মহাশয়া এবং এবছরের Foundation Day Speaker, Indian Institute of Management, Joka, Calcutta-র অর্থনীতির বিশিষ্ট

অধ্যাপক ডঃ সৌরভ ভট্টাচার্য মহাশয় এবং Activism Foundation এর Chairman এবং Rabindra Bharati University -র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ সৌরীশ ঝা মহাশয়কে মঞ্চে আহ্বান জানান।

এদিন অধ্যাপক বুলা ভদ্র মহাশয়াকে অ্যাক্টিভিজমের পক্ষ থেকে স্মারক ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেন অ্যাক্টিভিজম স্কলারস ফোরামের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ও রামমোহন কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মানবেন্দ্র সাহা মহাশয় ও মাননীয় বক্তাকে পুষ্পস্তবক প্রদান করেন অ্যাক্টিভিজম ফাউন্ডেশনের লাইফ মেম্বার তিয়াসা সাহা। এরপর অধ্যাপক সৌরভ ভট্টাচার্য মহাশয়কে অ্যাক্টিভিজমের পক্ষ থেকে স্মারক ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেন অ্যাক্টিভিজম স্কলারস ফোরামের সেক্রেটারি ও সিঙ্গুর গভর্নমেন্ট কলেজের সমাজতত্ত্বের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ সুমনা গোস্বামী মহাশয়া ও মাননীয় বক্তাকে পুষ্পস্তবক প্রদান করেন অ্যাক্টিভিজম ফাউন্ডেশনের লাইফ মেম্বার তিয়াসা সাহা। এরপর অ্যাক্টিভিজম ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যানকে স্মারক ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেন অ্যাক্টিভিজম ফাউন্ডেশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি ও ভদ্রেশ্বর সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মিসেস সঞ্চিতা দে মহাশয়া এবং পুষ্পস্তবক প্রদান করেন অ্যাক্টিভিজম ফাউন্ডেশনের লাইফ মেম্বার তিয়াসা সাহা। সমগ্র বরণ পর্বটিতে সহযোগিতা করেন লাইফ মেম্বার কণাদ ঘোষ ও মৈনাক ঘোষ।

Inaugural Session-এর পরবর্তী অংশটি পরিচালনা করেন অ্যাক্টিভিজম ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৌরীশ ঝা মহাশয়। প্রথমে অধ্যাপক বুলা ভদ্র মহাশয়া, Colonized Knowledge or a Parrot's Tale? Rabindranath on Colonized Knowledge Production শীর্ষক বক্তব্যটি তার Keynote address -এ পেশ করেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অধ্যাপক ভদ্র তুলে ধরেন যে কিভাবে টমাস ম্যাকলের নেতৃত্বে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক এক বিশেষ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন একাধারে যার সঙ্কীর্ন উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের উপযোগী কিছু ক্লার্ক ও চাকুরীজীবী তৈরি করা তেমনই এর বৃহৎ উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সাহিত্য, চিন্তা ও সংস্কৃতির অবমূল্যায়ণ ঘটিয়ে ইংরেজি ভাষা জানা অথচ প্রকৃত পাশ্চাত্য জ্ঞান-আলোক বিবর্জিত এক ধরনের সঙ্কীর্ণমনা মানুষ তৈরি করা যারা উপনিবেশিক শাসনকে টিকিয়ে রাখতে ও শক্তিশালী করতে এক ধরনের কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। রবীন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধে তার লেখনির মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন -তার ব্যাঙ্গাত্মক গল্প "তোতা কাহিনীর" মধ্য দিয়ে। তিনি এর মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন – যে কিভাবে এই ধরনের শিক্ষার মধ্য দিয়ে জ্ঞান অর্জন কিছুটা ঘটলেও বোধ হারিয়ে যায়, পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন এমন এক ধরনের শিক্ষা -যা আমাদের সাংস্কৃতিক আত্ম-পরিচয়কে লালন করবে, স্বাধীন চিন্তা শক্তিকে বিকশিত করবে এবং মানবিক বোধ গুলিকে সযত্নে লালন করবে। যা বাধ্য প্রজার বদলে আমাদের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে। অর্থাৎ অধ্যাপক বুলা ভদ্র ঔপনিবেশিক শিক্ষার উদ্দেশ্য যে সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং এর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিবাদকে তুলে ধরেছেন এবং সত্যিকারের শিক্ষা কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিকেও তুলে ধরেছেন।

এরপর , 'The Changing Nature of Learning in India' শীর্ষক আলোচনায় অধ্যাপক ভট্টাচার্য ভারতের শিক্ষার্থীদের শিখতে পরিবর্তিত স্বরূপটি তুলে ধরেন। একাধিক উদাহরণ ও সহজবোধ্য ভাষায় তিনি ইন্টারনেটের ব্যবহারের ফলে শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা কিভাবে নিজের ইচ্ছে ও পছন্দ অনুযায়ী audio-visual মাধ্যম নির্বাচন ও ব্যবহার করছে তা তুলে ধরেন। এপ্রসঙ্গে তিনি এও বলেন যে এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইন্টারনেট পূর্ববর্তী সময়ের ঐতিহাসিক কালক্রম সম্পর্কে ধারণা তৈরী হচ্ছে না। আর বর্তমান AI technology-র ব্যবহারের প্রবণতার ফলে কোন শিক্ষক শিক্ষার্থী ও তার চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে কোন অনুষঙ্গের বোধ তৈরি হচ্ছে না, সামগ্রিকতার ধারণা তৈরি হচ্ছে না যার ফলে শিখন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যা যথার্থই উদ্বেগজনক এতে করে শিক্ষার্থীদের ইতিহাস ও সময় নিয়ে ধারণা ধোঁয়াটে হয়ে গেছে, তথ্য সহজলভ্য হওয়ায় তারা নিজে থেকে খুব কম জিনিস মনে রাখে, আর আগের জ্ঞান না থাকায় নতুন তথ্যও তারা প্রাসঙ্গিকভাবে বুঝতে পারে না। প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে পড়া এখন হয়ে উঠেছে খুবই লক্ষ্যভিত্তিক এবং স্বল্পমেয়াদি চিন্তার ওপর নির্ভরশীল। একইসঙ্গে, ইন্টারনেট ও AI-এর মাধ্যমে জ্ঞান এতটাই সহজলভ্য হয়েছে যে, সমাজে বিদ্বান ব্যক্তিদের মর্যাদা কমে গেছে, এবং শিক্ষার্থীরাও আর 'বিদ্বান' হতে আগ্রহী নয়। এই প্রেক্ষাপটে মুক্তচিন্তাভিত্তিক শিক্ষার সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ দাঁড়িয়েছে, এবং ঐতিহ্যগত শিক্ষাদর্শকে এই নতুন বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।

দুটি বক্তব্যের Summing up প্রসঙ্গে ডঃ ঝা বলেন এই দুইজন বিশিষ্ট বক্তা আমাদের অবহিত করলেন যে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজন ও বাস্তবতা এবং উত্তর ঔপনিবেশিক ও নয়া উদারবাদী প্রয়োজন ও বাস্তবতায় কিভাবে শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষার উপকরণ, মাধ্যম ও শিখনের প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত পরিবর্তন হয়ে চলেছে। একদিকে ঔপনিবেশিক

শিক্ষা ব্যবস্থার যেমন লক্ষ্য ছিল শাসকের কর্মউপযোগী, আত্ম-পরিচয় বিস্মৃত, স্বাধীন চিন্তাশক্তি রহিত কিছু সঙ্কীর্ণমনা মানুষ তৈরী করা, তেমন-ই আবার উত্তর ঔপনিবেশিক উদারবাদী যুগে প্রযুক্তির বিকাশ ও শিক্ষার মাধ্যম পরিবর্তন ও বাজারের বিশেষ প্রয়জনের সঙ্গে সাযুজ্য মেলানো শিক্ষা ও খুব লক্ষ্য ভিত্তিক ও স্বল্প-মেয়াদী চিন্তার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শিক্ষা যেমন স্বাধীন চিন্তাশক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফল আহরণের ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করেছিল, তেমনই এই বাজারের প্রয়োজনভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষাব্যবস্থাও দীর্ঘমেয়াদী গভীর চিন্তা ও ইতিহাস ভিত্তিক চিন্তা বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে। অর্থাৎ সে ঔপনিবেশিক শিক্ষায় হোক আর নয়া উদারবাদী শিক্ষায় হোক স্বাধীন, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও বিশ্লেষণ ভিত্তিক মুক্ত ও সমালোচনামূলক চিন্তা বা critical thinking বিকাশের প্রক্রিয়ায় নানান ভাবে বাধার সৃষ্টি করেছে ও করে চলেছে। যা এককথায় অনস্বীকার্য। যে নয়া উদারনীতিবাদের প্রভাবের স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য, বাজারিকরণ শিক্ষার উপরেও কিরূপ প্রভাব ফেলছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এরপর Chairman's Speech অংশে অ্যাক্টিভিজম ফাউন্ডেশনের মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৌরীশ ঝা মহাশয় অ্যাক্টিভিজমের বিগত বছরগুলির পথ চলায় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার দিশা নির্দেশে সমাজবিজ্ঞানের বিপুল জ্ঞানভান্ডারের ব্যবহারিকতার কি প্রাসঙ্গিকতা তা অ্যাক্টিভিজম প্রতিনিয়ত অন্বেষণ করে চলেছে, তা বলেন। প্রথাগত শিক্ষার বাইরে অ্যাক্টিভিজমের চর্চার পরিসর অপ্রথাগত এক শিক্ষা। এ প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনে এই দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক শিক্ষার গুরুত্বের উল্লেখ করেন। তিনি তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অ্যাক্টিভিজমের critical awakening প্রসঙ্গে ভিন্নধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরেন, যা ব্যক্তিকে (agency) নিজের সম্পর্কে critical হতে শেখায়। তাই অ্যাক্টিভিজম জোর দেয় বা focus করে victim-এর জ্ঞান ও বোধ বিকাশের উপর। এপ্রসঙ্গে তিনি Paulo Friere-এর Pedagogy of Oppressed বইটির প্রসঙ্গ তুলে আনেন। আবার অন্য দিকে Chris Argiris -এর প্রসঙ্গও আনেন আরেক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

এরপর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার এদিনের অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশ, তথা Research & Publication অংশটি পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান অ্যাক্টিভিজম ফাউন্ডেশনের বোর্ড অফ ট্রাস্টির সিনিয়র মেম্বার ও অ্যাক্টিভিজম সোশ্যাল সায়েন্স ক্লাবের কনভেনর ও রিসার্চ কো-অর্ডিনেটর এবং মেটিয়াবুরজ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক তিয়াস রায় মহাশয়াকে। এদিনের দ্বিতীয় সেশনের শুরুতেই ছিল অ্যাক্টিভিজমের নির্বাচিত দশটি কেস স্টাডির সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ ডকুমেন্টারি, 'Experiment Unleashed: The Problem of Everyday Dysfunctionality.

এরপর অধ্যাপক তিয়াস রায়ের আহ্বানে দুটি ইউনিটের পক্ষ থেকে একে একে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যগুলি উপস্থাপিত হয়। প্রথমেই অধ্যাপক তিয়াস রায় মহাশয়া বক্তব্য রাখার জন্য মঞ্চে আহ্বান জানান অ্যাক্টিভিজম স্কলারস ফোরামের সেক্রেটারি অধ্যাপক ডঃ সুমনা গোস্বামী মহাশয়াকে। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল বিগত কয়েক মাস আগে মানিকতলা বস্তি অঞ্চলে সম্পন্ন হওয়া 'Domestic Violence And Intolerance' সংক্রান্ত সার্ভে ও 'Public Conversation'-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও অভিজ্ঞতার বর্ণনাসহ সামগ্রিকভাবে অ্যাক্টিভিজম স্কলারস ফোরামের কাজকর্ম।

এরপর ই -জার্নাল 'Criticality'-র লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সামগ্রিক অগ্রগতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন অ্যাক্টিভিজম স্কলারস ফোরামের প্রেসিডেন্ট ও ই-জার্নালের এডিটর ইন চিফ অধ্যাপক ডঃ প্রাণতোষ সেন মহাশয়। একই সঙ্গে তিনি উক্ত জার্নালের উন্নতিকল্পে সকলের কাছে আর্টিকেল দেওয়ার আন্তরিক আবেদন জানান।

এরপর তৃতীয় অংশ Extension & OutReach পর্বে তিয়াস রায়ের অনুরোধে প্রতি মাসের অনলাইন 'Life Members Discussion' সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর বক্তব্য রাখেন অ্যাক্টিভিজম ফাউন্ডেশনের লাইফ মেম্বার ওয়ার্কিং গ্রুপের কো-অর্ডিনেটর সৌরভ বাগ মহাশয়। এপ্রসঙ্গে তিনি উল্লেখযোগ্য বক্তব্যগুলির কথা তুলে ধরেন। কিভাবে এই উদ্যোগকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লাইফ মেম্বারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের চিত্রটিও তুলে ধরেন।

এরপর সোশ্যাল মিডিয়ার কাজ ও বর্তমানের সময়োপযোগী মাধ্যম হিসেবে অ্যাক্টিভিজমের কাজের পরিসরে ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলের ভূমিকা, কাজের অগ্রগতি, কাজের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন অ্যাক্টিভিজম ফাউন্ডেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফ মিডিয়া অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন ইন্দ্রনীল পাল মহাশয়। এপ্রসঙ্গে তিনি উদাহরণ স্বরূপ বেশ কয়েকটি রাইট-আপ ও ভিডিও কন্টেন্টের কথা উল্লেখ করেন।

এরপর অ্যাক্টিভিজম সোশ্যাল সায়েন্স ক্লাবের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ও ই-ম্যাগাজিনের এডিটর পৌলমী ঘোষ মহাশয়া।

ই-ম্যাগাজিন 'এক্কাদোক্কা'-র ষষ্ঠ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন এবং একই সঙ্গে ই-ম্যাগাজিন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। ষষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশের সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ই-ম্যাগাজিন সাব-কমিটির বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ, যথা সাব-এডিটর ঈশানী বালা ও সাব-এডিটর শুভব্রত সরকার, এক্সিকিউটিভ প্রণব ভট্টাচার্য ও নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য ও লাইফ মেম্বার সুপ্রিয় দাস।

এদিন ই-জার্নাল সাব-কমিটির পক্ষ থেকে নির্বাচিত 'Best Article Award' প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয় এবং উক্ত ঘোষণাটি করেন অ্যাক্টিভিজম স্কলারস ফোরামের Honorary Executive ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ পিঙ্কি ঈশা মহাশয়া। এছাড়াও তিনি অ্যাক্টিভিজমের কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁর আন্তরিক অভিমতও অল্প কথায় প্রকাশ করেন।

এরপর এদিনের অনুষ্ঠানে ই-ম্যাগাজিনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যার গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, অঙ্কন-মিম, মনের জানালা বিভাগের কনট্রিবিউটার কিশোর-কিশোরীদের certificate প্রদান করা হয়। এদিন এদের মধ্য থেকে উপস্থিত ছিলেন ,

সাগ্নিক ঘোষ, স্বর্ণাভ দে, প্রীতি পাত্র, নীলাঞ্জন কর্মকার, অদ্রীশ নাথ, রনি মন্ডল, দেবায়ন নাগ। এদের হাতে certificate তুলে দেন এদিনের বিশিষ্ট অতিথি অধ্যাপক বুলা ভদ্র মহাশয়া, অধ্যাপক সৌরভ ভট্টাচার্য মহাশয়, অ্যাক্টিভিজম স্কলারস ফোরামের প্রেসিডেন্ট ও বিশিষ্ট অধ্যাপক প্রাণতোষ সেন মহাশয়, অ্যাক্টিভিজম স্কলারস ফোরামের সেক্রেটারি ও বিশিষ্ট অধ্যাপক সুমনা গোস্বামী মহাশয়া ও সর্বোপরি অ্যাক্টিভিজমের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট অধ্যাপক সৌরীশ ঝা মহাশয়। এপ্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, 'এক্কাদোক্কা'র একাধিক সংখ্যায়

যারা ধারাবাহিকভাবে কন্টেন্ট দিয়েছে, তাদের মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্সের কর্ণধার ও অ্যাক্টিভিজম ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষক শ্রী নূর ইসলাম মহাশয়ের পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে গল্পের বই দিয়ে উৎসাহিত করা হয়।

এদিনের টেকনিক্যাল সাপোর্টে অ্যাক্টিভিজম সোশ্যাল সায়েন্স ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট তনয় দত্ত ও অ্যাক্টিভিজম স্কলারস ফোরামের এক্সিকিউটিভ ও রামপুরহাট কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহাকারী অধ্যাপক শুভ্রনীল ঘোষের সহযোগিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদিন ভলান্টিয়ার হিসেবে লাইফ মেম্বার আজমল হক, সুপ্রিয় দাস, কণাদ ঘোষ, মৈনাক ঘোষ, তিয়াসা সাহার স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। Reception Desk-এর দায়িত্বে লাইফ মেম্বার সুনীপা আদক, হুমায়ুন কবীর ও সাবনূর সনম কামিনীর দক্ষ ভূমিকা পালন বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

সবশেষে অ্যাক্টিভিজম সোশ্যাল সায়েন্স ক্লাবের সেক্রেটারি সুরজিৎ রায়ের Vote of thanks প্রদানের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

অসংখ্য দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতি, মতামত প্রদান ও সামগ্রিক সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি ফেসবুক পেজে লাইভ স্ট্রিমিং করা হয় এবং সেখানেও যে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া আমরা পেয়েছি তাতে আমরা কৃতজ্ঞ। আগামীদিনে এভাবেই সকলের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসাকে পাথেয় করেই অ্যাক্টিভিজম আরও বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চলবে।

ধন্যবাদ।।